চশমা বিভ্রাট

বিমলেন্দু পাল

প্রথম পর্ব

চশমাটা টেবিলের উপর পড়ে আছে।

চশমাটার দেখতে লাগলাম। আপাত দৃষ্টিতে অতি সাধারণ। একটু সেকেলে ধরনের। চশমাটা দুটো ডাঁটিই নেই। গোল দুটো ফ্রেম। সোনালি রং-এর । মাঝখানটা স্প্রীং দেওয়া। নাকের উপর চেপে ধরে লাগালেই হলো। স্প্রীংটা আঁট হয়ে চেপে বসে ন াকের উপরে।

পুরোনো জিনিস সংগ্রহ করার একটা বাতিক আছে আমার। তাই মাঝে মাঝেই শিয়ালদাতে বৈঠকখানা বাজারের এক চেনা দোক ানদারের দোকান যাই। নতুন কিছু আছে কিনা দেখতে। ওর কাছ থেকে কলমদানি, বাতিদান আর কুকুরঘড়ি কিনেছি যা এখনও বন্ধুরা দেখে অবার হয়ে যায়। সেদিন নেবার মত কিছুই ছিল না। ফিরে আসছিলাম। দোকানদারই ডেকে অবহেলাভরে চশমাটা দিয়ে বললে, নেবেন নাকি। পুরোনো ডিজাইন। এখন আর ব্যাবহার করতে পারবেন না। প্রায় জলের দামেই পেয়ে গেলাম।

চশমাটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে নাকের ডগায় বসালাম। কাচটা কত পাওয়ারের জানি না। কিন্তু সবকিছু আগের চেয়ে পরিষ্ক ার এবং স্বচ্ছ লাগছে। চোখের পাওয়ার বাড়ল নাকি। ডাক্তার দেখিয়ে নিতে হবে।

চশমাটা পরে শিয়লদা বাজার ছাড়িয়ে রাস্তায় এলাম। সবাই আমাকে দেখছে। পাগল ভাবছে নাকি। ভিড়টা বেশ পাতলা লাগছে। রাস্তায় নোংরাও কম। ফ্লাইওভারের কাছে গেছি হঠাৎ শশাঙ্কর সাথে দেখা হয়ে গেল। বিশেষ প্রয়োজনে ওর কাছ থেকে একবার টাকা ধার নিয়েছিলাম। দিতে পারছি না। এ নিয়ে ও বেশ কথা শুনিয়েছে আমায়। ওকে দেখে এড়াবার চেষ্টা করলেও ঠিক দেখে ফেলল আমায়। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে সে আমাকে ধরল।

ও নিজে থেকেই বলল ওর এখন আর টাকাটার বিশেষ প্রয়োজন নেই। আমার যখন সময় হবে তখন যেন দিই। যেমন এসেছিল তেমনই এই কথাটা বলে কর্পূরের মতো উবে গেল। আমিও ট্রামে উঠলাম। ট্রাম প্রায় ফাঁকা । তবে আসন নেই । ভাইয়ের এক বন্ধু, যে আমাকে দেখেও সিগারেট লুকায় না, সে হঠাৎ আসন ছেড়ে আমাকে বসতে বলল। না করলেও মানা শুনল না। চোখে চশম াটা দেখে ও অবাক হয়ে গেছে। হবারই কথা।

ছায়া সিনেমার কাছে পূর্বা আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আজকাল আমাকে বিশেষ, পাত্তা দিতে চায় না। আর কেনইবা দেবে। পঁ াচ বছর ধরে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছি। বিয়ে করার মুরোদ হল না। ওকে কথা দিয়ে রেখেছি একটা ভাল চাকরি পেলেই বিয়ে করে ফেলব। ছয়শ টাকা বেতনে প্রাইভেট ফার্মে হিসাব- রক্ষকের কাজ। কোন পে- স্কেল, ইনক্রিমেন্ট, প্রমোশান, ডি.এ., পি.এফ কিছুই নেই। হন্যে হয়ে খুঁজছি ভাল একটা চাকরির নিরাপত্তা, এদিকে বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস বি. এস. সি. টা করেছিলাম। তাই কিছু প্রাইভেট ট্যুশানি চালাচ্ছি।

পাঁচ বছর আগে পূর্বা কি অপূর্বই ছিল। তন্বী, সুন্দরী, নম্র, লাজুক, ওর সান্নিধ্য ভারি ভাল লাগত। ওকে যেদিন পড়াবার থাকত সেদিন আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে যেত। তারপর করে যে কি করে মাস্টারমাশাই থেকে প্রেমিকাহয়ে গেলাম সে ইতিহাসে যা চ্ছি না. একটা ভাল চাকরি না পেলে পূর্বাকে বিয়ে করতে পারছি না। এদিকে পূর্বার জন্য বা¿ড়তে পাত্র দেখা হচ্ছে। ওর বাড়িতে অসবর্ণে আপত্তি। তাই পূর্বা খুব টেনশানে ভুগছে।

পূর্বা যেন পাল্টে গেছে। আজকাল দেখা হলেই কথা কাটাকাটি। খোঁচা দিয়ে কথা। রীতিমত পৌষ নিয়ে টানাটানি। এভাবে ও আর চালাতে চায় না। বিয়ে, নয় ছাড়াছাড়ি। ও অনেক বাস্তববাদী। ওর স্বপ্ন হলো আলাদা একটা ঘর আর সংসার। মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য।

সংসারের প্রতি কর্তব্যের খাতিরে পুরোনো প্রথার পরিবারে মাসান্তে সামান্য অর্থসাহায্য। এতে আমি রাজি হচ্ছি না। আজ বোধ হয় একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

টেলিফোনে তাঁরই আভাস পেলাম, হোক। আমিও উদাসীনতার অতলে তলিয়ে যাচ্চি। সব কিছুই নাগালের বাইরে। হাত ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে পা গুলো ছোট ছোট। সবার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছি না।

চশমাটা আর চোখ থেকে খুলিনি। ছায়ার কাছে পূর্বা আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে অবাক হল। তারপর খুশির অঁাচল হাওয়ায় উড়িয়ে দৌড়ে এল একটা কিশোরী মেয়ের মত। আমার পছন্দমত একটা ছাপা শাড়ি পরা। দুটো বিনুনী করেছে বহুদিন পর।

প্রথম কম্‌প্লিমেন্ট ওই দিল। তোমাকে দাণ দেখাচ্ছে ! এরকম চোয়াড়ে চেহারায় বহুদিন এ রকম কথা শুনিনি। আজ আমরা সিনেমা দেখব। দুটো টিকিট কেটে রেখেছি। হিন্দি ছবি। মারদাঙ্গা আর সস্তা সেন্টিমেন্ট।

বহুদিন পরে, চীনা বাদাম খেতে খেতে ছবি দেখছিলাম, আমার একটা হাতের ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে পূর্বা বসেছে। ওর গা থেকে একটা মৃদু সৌরভ ভেসে আসছে। আমারই দেওয়া আতর। ওর বাম স্তনটার নরম উষ্ণ স্পর্শ শরীরে অনেক দিন পর একটা সখানুভুতি নিয়ে আসছিল। চশমা পরে সিনেমা দেখতে কোন অসুবিধা হচ্চিল না। ছবির নায়িকার চেয়েও পূর্বাকে সুন্দর লাগছিল, ইন্টারভেলের পর পূর্বা আর থাকতে চাইল না। বলল, চল বরং একটু বেড়ানো যাক। বের হয়ে এলাম। বৈশাখের বিকেলে দমকা বাতাস নিয়ে ঝড় এল। ধুলোবালি ঢুকে পড়ল শরীরের অন্দরমহলে, পর্দাঘেরা কেবিনে চা নিয়ে মুখোমুখি বসলাম। টেবিলের তলা দিয়ে ওর পাটা আমার পা দিয়ে স্পর্শ করলাম। ওকে খুব স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছিল। পূর্বা কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছে। কোনো ভূমিকা নাকরে ও সরাসরি বলল, সন্তু, আর অপেক্ষা করতে পারছি না। কোনো কিন্তুটিন্তু নয়। রেজিস্ট্রি অফিসে একটা নোটিশ দেয়ে রাখ।
---তোমার বাড়িতে জানাবে না ?
---মা জানে।
---মত আছে ?
--জানি না। বোধ হয় আছে।
--কিন্তু আমার যে ঘরের অভাব। এখন তো আলাদা বাড়ি করার মত সঙ্গতি নেই।
--ভাববার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন একসঙ্গেই থাকা যাবে, তোমার ইনটাভ্যুটার কিছু হল?
--না, এখনও সংবাদ পাইনি।

আমি ভাবতে লাগলাম। বিয়েটা করেই রাখি। অনেক দিন ত হল। মেয়ারা খুব বাস্তববাদী। আর পূর্বা পাশে থাকলে আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। সন্ধ্যার পর পূর্বাকে বাসে তুলে দিলাম। আজকের রাতটা কি সুন্দর। সিগারেট টানতে টানতে বাড়িতে ঢুকছি আমার ছোট বোন কল্‌কলিয়ে উঠল, মা দাদা এসেছে।
মা প্রথমে চিনতে পারে নি, চশমাটা কোথায় পেলি। তোকে যে বদলে দিয়েছে।
ভাই একটি মুখ-ছেঁড়া খামে চিঠি নিয়ে এসে বলল, দাদা, তোর ব্যাংকের চাকরিটা হয়েছে।
বাড়িতে উৎসব পড়ে গেল।

যত্ন করে চশমাটা খুলে রাখলাম। ওর জন্যই আজকের দিনটা এভাবে বদলে গেল। কোন অসুখ আর আমার নেই।পৃথিবীটা কি সুন্দর ! চাঁদটা কত বড় ! জোৎস্না যেন পৌষ মাসের রোদ !

দ্বিতীয় পর্ব
রোববারে আমি ঘুম থেকে দেরিতে উঠি। আজ সকাল সকাল উঠেছি। পূর্বাকে খবরটা দিতে হবে। তাড়াতাড়ি জল খাবারটা খেয়ে বের হয়ে পড়লাম। হন্তদন্ত হয়ে চলেছি। পথে শশাঙ্কর সাথে দেখা। ব্যাজার মুখে জিগ্যেসা করল-সকাল বেলায় কোথায় যাচ্ছিস।

--একটা কাজে, একটু থেমে বলি, শশাঙ্ক শোন্ তোর সঙ্গে কথা আছে। আমার ব্যংকে একটা চাকরি হয়েছে, তোর টাকাটা এবারে বোধহয় শোধ দিয়ে দেব।
ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শশাঙ্ক।
তোর চাকরি ! এরখম গুল্ আর কতদিন চালাবি। আমার টাকাটা খুব দরকার। তাড়াতাড়ি দিয়ে দিস।
---কিন্তু কালই যে বললি টাকাটার এখন কোন প্রয়োজন নেই।
---কাল ! পাগল নাকি। তোর সঙ্গে দেখা হোল কখন ?
--কেন, শেয়ালদার মোড়ে। ফ্লাইওভারের তলায়।
--ডাক্তার দেখা। আচ্ছা চলি, পরে দেখা করব, টাকাটার কথা ভুলিস না।
বিস্ময়ে বিমুঢ় হয়ে গেলাম। যা গে, টাকাটা দিয়েই দেব, ব্যাংকে চাকরি পাওয়ার জন্যে আমি সব কিছু ক্ষমা কের দিতে পারি। পূর্বার মা অত সকালে আমাকে দেখে অবাক হলেন। বুঝি বা বিরক্তও। বললেন যাও ও ওপরের ঘরেআছে।

ওপরে চলে এলাম। পূর্বার বৌদি কিছু সন্দেহ করে রহস্যময় হাসি হেসে বললে ঘরে যাও।
পূর্বা সবে চা খেয়েছে। চুল আঁচড়ায়নি। বেশভূষাও আগোছালো। মেয়েরা না সাজলে এত সাধারণ দেখায়। পূর্বা রাগি রাগি গলায় বললে কি ব্যাপার এত সাত সকালে ?
--পূর্বা একটা দাণ খবর আছে। ব্যাংকের চাকরিটা হয়েছে।
পূর্বা বিশ্বাস করল না, বলল, রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছে ত ?
পূর্বা কি বিশ্বাস করছে না। আমি কি এতই অযোগ্য এবং অপদার্থ।
বললাম - আর দেরি নয়। কালই নোটিশ দিচ্ছি।
--কিসের নোটিশ ?
কেন রেজেষ্ট্রি ম্যারেজের।
না বাবা, বাবা মায়ের অমতে আমি বিয়ে করতে পারব না।
--কিন্তু কালই যে তুমি বললে,
পূর্বা অবাক হয়ে ভু কোঁচকাল। কাল ? কখন ?
--আশ্চর্য, মেয়েরা এত অভিনয় জানে।
তুমি বলতে চাও কাল তুমি আমার সঙ্গে সিনেমা দেখো নি ? চীনা বাদাম খাওনি ? বেড়াও নি ? রেস্তোরায় চা খাওনি !

সত্যি সন্তু দা তোমার মাথাটা খারাপ হয়েছে। কাল আমি বাড়ির বারই হইনি। বৌদিকে জিগ্যেস করে দেখ।
আমার শরীরটা কেমন করতে শু করল। আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বের হয়ে এলাম প্রায় দৌড়ে। পেছন থেকে পূর্বা ডাকলো, সন্তুদা, শোনো।

কিছু বললাম না। আমায় এখন চাই-বইয়ের সেই বন্ধুকে।
পাড়ার চায়ের দোকানে ও আড্ডা দিচ্ছিল। আমি ওর সঙ্গে কথাই বলি না। জানি ও আমার ছোট বোনের সঙ্গে ভাবকরার চেষ্টা করছে। বেকার অপদার্থ ছেলে। ও অবাক হলেও সিগারেট লুকোলো না।
--আচ্ছা তপু কাল তোমার সঙ্গে আমার ট্রামে দেখা হয়েছিল। ঠিক ত ? ব্যাপারটা খুবই জরি।
তপু অবাক হয়ে বলল না ত।
আমার সারা শরীরে ঘাম ছুটতে লাগল। অত্যন্তপথ পায়ে বাড়ি ফিরলাম। কালকের বিকেলের ঘটনাগুলো কি তবে সবই ভুল। বাড়ি ফিরতেই মা বলল- বাজার হবে কখন।
ভাইকে ডাকলাম - বললাম চাকরির চিঠিটা দেত ?
--চিঠি ! কোন চিঠি আসেনি ত।

ঘরে এলাম। টেবিলের উপর পড়ে আছে নিরীহ দর্শন চশমাটা। বুঝলাম, চশমা চোখে বের হইনি। গোল গোল যেন রহসময় হাসি নিয়ে কৌতুক করে আমাকে দেখছে। ধীরে ধীরে ওর কাছে গেলাম। জানালার তলায় ডাস্টবিন। পাড়ার কুকুরদের আড্ডা। দূর্গন্দ। দক্ষিণের এই জানালাটা তাই কখনও খুলি না। আজ খুললাম। ছোঁ মেরে তুলে নিলাম চশমাকে ছুঁড়ে দিলাম আবর্জনার স্তূপে।